নীলফামারী জৈব কৃষি বার্তা

এপ্রিল ২০১৬

USC CANADA
usc-canada.org

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস), নীলফামারী।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৮৭৮৩০০
ই-মেইল ঃ uss.nilphamari@gmail.com
Website: www.ussnilphamaribd.org
Facebook: www.facebook.com/uss.nilphamari

সংগঠকের কথা :

উত্তরাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর মধ্যে নীলফামারী অন্যতম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ আর্থ-সামাজিক সামাজিক উন্নয়নের যেকোন সূচকেই এ চিত্র রয়েছে। কয়েক বছর আগেও মঙ্গায় (আঞ্চলিক ভাষায় চরম খাদ্যাভাব) পীড়িত এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রায় এক যুগ আগে ইউএসএস দারিদ্র বিমোচনসহ সামগ্রিক উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে এ জেলায় কাজ শুরু করে। তারই একটা পর্যায়ে ২০১০ সালে ইউএসসি কানাডার সহায়তায় নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নে ALO প্রকল্পের মাধ্যমে যুবা কৃষকদের জৈব কৃষির উপর দক্ষতা অর্জনের কাজ করা হয়। প্রায় ৫০০ যুবক ও যুবা কৃষক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে ও শাক সবজির স্থানীয় বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও সম্প্রসারণে ইউএসএসসি কানাডার সহায়তায় ২০১৫ সাল হতে SoS প্রকল্প শুরু হয়েছে লক্ষীচাপ ও পার্শ্ববর্তী পলাশবাড়ী ইউনিয়নে ৩৩৪০জন যুবা ও যুবক কৃষককের অংশগ্রহণে। যুবক-যুবা কৃষক, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে কমিউনিটি যুবাদল, বীজ ব্যাংক মডেলবাড়ী, কমিউনিটি বীজ ব্যাংক নেটওয়ার্ক, ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ ব্যাংক কমিটি। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্র করন, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা আনয়ন এর জন্য দলীয় আলোচনা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা করা। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে দিবস পালন, বিষয় ভিত্তিক গণনাটক প্রদর্শন, পরিবেশ ও বীজ মেলা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জৈব কৃষি পুরাতন কিন্তু এখন নতুনভাবে করতে যেয়ে কিছু বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহনকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। উদ্যোগ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, কৃষি বিভাগসহ সরকারী-বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তরিকভাবে সহায়তা প্রদান করছে। এতে আমরা অনুপ্রানিত। সাফল্য আমাদের উদ্যোমী করে তুলছে। সাফল্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক নীলফামারী জৈব কৃষি বার্তা। ক্ষুদ্র প্রয়াস উৎসর্গিত হলো প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী যুবা ও যুবক কৃষক ভাই-বোনদের জন্য।

মোঃ হামিদুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী (SoS)
ইউএসএস, নীলফামারী।

সূচী পত্র

প্রকল্প পরিচিতি সভা
নীলফামারীতে পরিবেশ ও বীজ মেলা
কেঁচো সার ব্যবহারে সরিষা চাষের সাফল্য
চিচিংগা চাষে সংসারের আয় বেড়েছে।
শরিফা বেগমের মডেলবাড়ী
জৈব পদ্ধতির চাষে PVS প্লটে সফলতা
নিজের কেঁচো কম্পোষ্ট দিয়ে অনিতা রানীর শাক সবজি চাষ
জৈব পদ্ধতিতে রুমা বেগমের ধুনিয়া বীজ উৎপাদন
বেগুন চাষে জৈব কীটনাশক ব্যবহারে মিনতী রানীর সফলতা
মিনতি রানীর কেঁচো সার তৈরীর নতুন কৌশল
শাক সবজি বীজের রানী সাবিত্রী
জৈব বীজ উৎপাদনের নতুন স্বপ্ন
জৈব পদ্ধতিতে টমেটো চাষে সাফল্য
লাউ চাষে সংসার সচল
জৈব পদ্ধতিতে বেগুন চাষে সাফল্য
জৈব পদ্ধতিতে চিচিঙ্গা চাষে সাফল্য
কেঁচো সার ব্যবহারে পটল চাষে সাফল্য

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ খাদ্য পুষ্টি ও বীজ নিরাপত্তা উন্নয়ন করার মাধ্যমে গ্রামীন নারী পুরুষ ও যুবদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. গ্রামীন নারী পুরুষ ও যুবদের খাদ্যর পরিমান ও গুনগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. গ্রামীন নারী পুরুষ ও যুবদের অর্থনৈতিক অবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. সরকারী-বেসরকারী ও কৃষক সংগঠনের সাথে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
৪. ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীল ব্যবস্থা ও বৈচিত্রতা বৃদ্ধি করা।
৫. কমিউনিটি ভিত্তিক কৃষি বৈচিত্র, উৎপাদন ও বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।
৬. গ্রামীন নারী পুরুষ যুব কৃষক সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন করা যাতে শৃজনশীল ও ভাল কাজগুলো ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং শৈয়ারিং করা।
৫. প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী সদর উপজেলার পলাশবাড়ী ও লক্ষীচাপ ইউনিয়নের ১৯ টি গ্রামে ১১৪ যুবাদলে ৩৩৪০ টি পরিবারে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

৬. কার্যক্রমঃ

ক. বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্রতা
খ. খাদ্যর পরিমান ও গুনগতমান বৃদ্ধি
গ. জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন
ঘ. গ্রামীন অর্থনীতি
ঙ. জেন্ডার সমতা

প্রকল্প পরিচিতি সভা

১২ জুলাই ২০১৫ বিকাল ৩ টায় পলাশবাড়ী পরশমণী উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে Seeds of Survival Project (SoS) প্রকল্প পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ গোলাম মোঃ ইদ্রিস, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কেরামত আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর, জনাব প্রফুল্ল কুমার রায়, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী ইউনিয়ন, নীলফামারী, জনাব মানিক চাঁদ রায়, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, লক্ষীচাপ ইউনিয়ন, নীলফামারী, বাবু গনপতি রায়, প্রধান শিক্ষক, ককই বড়গাছা পিসি উচ্চবিদ্যালয়, মাওলানা আকবর আলী, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পলাশবাড়ী পরশমণী উচ্চবিদ্যালয়, বাবু উত্তম কুমার রায়, প্রধান শিক্ষক পলাশবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়। আরও উপস্থিত ছিলেন বিরেন্দ্র নাথ রায়, ইউপি সদস্য, লক্ষীচাপ ইউনিয়ন পরিষদ, মোঃ রওশানুল হক বুলু ইউপি সদস্য, লক্ষীচাপ ইউনিয়ন পরিষদ, বাবু অজিত চন্দ্র রায় ইউপি সদস্য পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, বাবু বিকাশ চন্দ্র রায় ইউপি সদস্য, পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, মোঃ সাইদুল ইসলাম ইউপি সদস্য, পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, বাবু গোপাল চন্দ্র রায় ইউপ সদন্য, পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ। প্রকল্প পরিচিতি সভার শুরুতে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন, আলাউদ্দিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, উদয়াছুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস), নীলফামারী। তারপর উপস্থাপন করা হয় প্রকল্পের বিস্তারিত কার্যক্রম। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অতিথি ও কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ হামিদুল ইসলাম। প্রকল্প পরিচিতি সভাটি সঞ্চালন করেন মোঃ আঃ কুদ্দুস সরকার, সমন্বয়কারী শিক্ষা, ইউএসএস, নীলফামারী।

নীলফামারীতে পরিবেশ ও বীজ মেলা

নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নে আকালুগঞ্জ বাজার এআরসি মাঠে দু'দিন ব্যাপি(২৭-২৮ জানুয়ারী'১৫) পরিবেশ ও বীজ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কেরামত আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার, নীলফামারী সদর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী অমুল্য রতন রায়, শ্রী বিরেন্দ্র নাথ রায়, ইউপি. সদস্য লক্ষীচাপ, ইউনিয়ন, রকিব আবেদীন ও আবুল কালাম আজাদ, উপসহকারী কৃষি অফিসার লক্ষীচাপ, নীলফামারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন আলাউদ্দিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, ইউএসএস, নীলফামারী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, চেয়ারম্যান, লক্ষীচাপ ইউনিয়ন পরিষদ, নীলফামারী। মোট ১৪ টি স্টলের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় কৃষকরা এসব স্টল পরিচালনা করেন। সে সময় তারা দর্শনার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। যেসব বিষয় স্টলে প্রদর্শন করা হয়েছে তা হলো- জৈব কৃষির বিভিন্ন প্রযুক্তি, দেশীয় শাক-সবজির বীজ সংরক্ষন, কেঁচো কম্পোষ্ট, গোবর সার সংরক্ষণ, জার্মপ্লাজম কনজার্ভেশন, লিফুইড ম্যানুউর, বায়োপেষ্টি সাইড, জৈব শাক-সবজির মার্কেট কর্ণার, পিভিএস, জেন্ডার সমতা, মডেলবাড়ী,প্রি স্কুল, কমিউনিটি ধানব্যাংক, জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাশক তৈরী ও এর ব্যবহার, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিভিন্ন কম্পোষ্ট তৈরী, কেঁচো কম্পোষ্ট ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ স্টল প্রদর্শনীর জন্য পুরস্কার এর ব্যবস্থা ছিল। সমাপনি অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিদিন বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও জারি গানের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রচার ছিল যা এলাকাবাসীর জন্য বেশ উপভোগ্যও হয়েছে।

কেঁচো সার ব্যবহারে সরিষা চাষের সাফল্য

পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বামনডাঙ্গা মাঝা পাড়ার চাষী কনিকা রানী রায় (২৮) মাত্র ৫ শতক জমি জৈব পদ্ধতিতে সরিষা চাষ করে ফলন পেয়েছেন ১৪ কেজি। সেখানে তিনি কেঁচো সার ব্যবহার করেছেন ৩০ কেজি। চাষে মোট খরচ হয়েছে ৩০০ টাকা। পাশাপাশি ১০ শতক জমিতে আগের পদ্ধতিতেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সরিষা চাষ করেন। সেখানে ফলন পেয়েছেন ২১ কেজি। সার বাবদ মোট খরচ হয়েছে ৫৮০ টাকা। জৈব পদ্ধতিতে চাষের এই চমৎকার সাফল্যে কনিকা রানী ও তার পরিবার খুবই খুশী। পাড়া প্রতিবেশীরা সরিষার ফলন দেখে অবাক হয়েছেন। এখন জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রতি তারাও উৎসাহী হয়েছেন। স্বামী নীলকান্ত রায় (৩৪) এক ছেলে, এক মেয়ে ও সংসার। অভাবের সংসারে কনিকা সহায়তা করেন। তাদের তাতে বিভিন্ন ধরনের মাঠ ফসল করেছেন রাসায়নিক সার ও পদ্ধতিতেও যে ফসল চাষ হয় ইউএসএসসংস্থা পাড়ায় যুব গঠনের সময় কনিকা রানী মিলে তাকে দলের সভাপতি খাদ্য, পুষ্টি, জলবায়ু সহনশীল

শান্তড়ীকে নিয়েকনিকা রানীর স্বামী চাষের কাজ করেন আর জমির পরিমান ১৮০ শতাংশ। যেমন ধান,পাট,গম, ভূট্টা চাষ কীটনাশক ব্যবহার করে। জৈব তা জানা ছিল না তাদের। নারী-পুরুষ নিয়ে ৩০ জনের দল দলের সদস্য হন এবং সবাই বানায়। দলীয় সভায় সদস্যদের টেকসই কৃষি, বীজ উৎপাদান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বেড পদ্ধতির শাকসবজি চাষ, গোবর সার সংরক্ষণ, জৈব ভিটামিন ও জৈব কীটনাশক তৈরি, জেন্ডার সমতা, কেঁচো কম্পোষ্ট, তৈরি, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করতে সংস্থার কর্মী নিয়মিত সহায়তা করে। কনিকা রানী বলেন, আমি আগ্রহের সাথে সব সভায় উপস্থিত থেকেছি। তখন কেঁচো সারের কথা শুনে প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু মনে মনে আগ্রহ হয়েছে অনেক। যেকোন ভাবে হোক এরকম চাষ করার চিন্তা করছিলাম। এসময় প্রকল্প থেকে জৈব পদ্ধতিতে সরিষা চাষের প্রদর্শনী প্লট করার আলোচনা হলে আমি আগ্রহ দেখায়। তখন সবাই আমাকে দায়িত্ব দেয়। আমার ১৫ শতক জমির মধ্যে ০৫ শতক জমিতে কেঁচো সার দিয়ে সরিষা চাষ করার জন্য স্বামীকে বোঝালাম। তিনি রাজী হলেন। দুজন মিলে ভালভাবেই চাষ করলাম। ইউএসএস প্রকল্প থেকে আমাকে ৫ শতক জমির জন্য ৩০ কেজি কেঁচো সার, ১৫ শতক জমিতে বীজ দেয় ৫০০ গ্রাম ও বেড়ার জন্য ৩২০ টাকা সহায়তা করে। আলাদাভাবে ১০ শতক জমিতে রাসায়নিক সার দিয়ে সরিষা চাষ করি বোঝার জন্য। পরীক্ষা মুলক সরিষা চাষ করে আমরা অবাক হওয়ার মত ফলাফল পাই। কারন ৫ শতক জমিতে যে ৩০ কেজি কেঁচো সার দিয়েছি। সেখানকার সরিষা তুলনামূলক কম লম্বা হয়েছে কিন্তু সরিষার ফল ও দানা হয়েছে খুব ভাল । ১০ শতক জমিতে রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করেছি সেখানে গাছ লম্বা হয়েছে তবে সরিষার ফল ও দানা কম হয়েছে । রাসায়নিক পদ্ধতিতে ১০ শতক জমিতে ২১ কেজি সরিষা ও জৈব পদ্ধতিতে ০৫ শতক জমিতে ১৪ কেজি সরিষার ফলন হয়েছে। এতে খরচ কম হয় ফলন বেশি হয় তাতে লাভ বেশী হবে । এখন বাড়ীতে কেঁচো সার তৈরির জন্য স্বামীকে বলেছি। আশা করি আমরা কেঁচো সার করতে পারব। এভাবে জৈব পদ্ধাতিতে চাষ করলে জীবন জীবিকা নিবার্হে কষ্ট কম হবে ও আমাদের মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আমরা বিষ মুক্ত শাকসবজি খেয়ে সুস্থ্য থাকবো তাতে আর্থিক সাশ্রয় হবে।

প্রতিবেদক
প্রতিমা রায়, CF (SoS)

চিচিংগা চাষে সংসারের আয় বেড়েছে।

অনিতা রানী রায় (২৮) আত্মবিশ্বাসী উদ্যোমী কৃষক। এখন তিনি চাষের কাজে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্বামী তপন কুমার (২৮) তাতে খুশী। অভাবের সংসারে আয়ের জন্য তিনি বেশি চিন্তা করতেন। স্ত্রীকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এখন দুজন মিলে সব সিদ্ধান্ত নেন। তাতে কাজ আরও ভাল হচ্ছে। নীলফামারী সদর উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের খলিশাপচা গ্রামে তাদের বাস। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। অনিতা বললেন, আমি প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের কিছু শাকসবজি চাষ করি । কিন্তু বাজার থেকে বীজ

কিনতে হয়, এতে অনেক টাকা খরচ হয় আবার অনেক সময় ভাল বীজ সময়মত পাওয়া যায় না। আবার কোন সময় টাকার অভাবে সঠিক সময়ে বীজ কেনা হয় না। আমাদের পাড়ায় এসওএস প্রকল্পের ৩০ সদস্যের একটি যুবা কৃষক দল গঠিত হয় গত বছর। আমি ঐ দলের সদস্য হই। দলের নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকে জৈব কৃষি ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে জানতে পারি। বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ পেয়ে বীজ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগেবাড়ীতে বীজ রাখার চেষ্টা করলেও বাড়ীর বীজ গজায় না কারন আগে আমি বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে তখন ভাল জানতাম না। আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নেই যে, এ বছর জৈব পদ্ধতিতে দুই শতক জমিতে চিচিঙ্গার বীজ বপন করি। গাছ বড় হওয়ার পরসেখানে জাংলা দিই। জৈব পদ্ধতিতে চিচিঙ্গার গাছে প্রচুর চিচিঙ্গা ধরেছে চিচিঙ্গার ফলন দেখে আমরা অনেক খুশি। আমি আগে জানতাম না যে জৈব পদ্ধতিতে এত সুন্দর ফলন হয়। আমি ৭০ কেজি চিচিঙ্গা বিক্রয় করেছি ২৫ টাকা কেজি হিসাবে ১৭৫০ টাকায়। আশাকরছি আরো ২০০০ হাজার টাকার বিক্রি হবে। আসে পাশে যারা চিচিঙ্গা করেছে তাদের চিচিঙ্গার চেয়ে আমার চিচিঙ্গার রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন কম ছিল। এসওএস প্রকল্পের যে কর্মী আসেন তিনি আমাদের ক্ষতিকারক পোকা দমনে বিষটোপ তৈরি করা শিখিয়েছেন। বিষটোপ তৈরি করে দেওয়ার ফলে আমার চিচিঙ্গাতে পোকা কম আসে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া এত সুন্দর চিচিঙ্গা হওয়ায় আমার পাড়ার সকলে জৈব সার, কীটনাশক ও ভিটামিন দিয়ে শাকসবজি চাষ করবে বলে জানায়। কারন এতে বিষ মুক্ত শাকসবজি পাওয়া যায়। খরচও কম হয়।

প্রতিবেদক
প্রতিমা রায়, CF (SoS)

শরিফা বেগমের মডেলবাড়ী

লক্ষীচাপ ইউনিয়নের সরকার পাড়ার শরিফা বেগম (২৮) স্বামী ঃ মোঃ অজবুল হেসেন (৪২) দুই ছেলে এক মেয়ে ও পুত্রবধু সহ ছয় জনের সংসার। শরিফা বেগম ইউএসএস এর এস ও এস প্রকল্পের সদস্য হয়ে নিয়মিত দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। জৈবকৃষি, খাদ্য পুষ্টি, শাকসবজি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, গোবর সার সংরক্ষন, কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার, জৈব ভিটামিন ও জৈব কীটনাশক তৈরী ও উপকারিতা, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুনে আরও সচেতন হন।

শরিফা বেগম এখন তার বসতবাড়ীর সবটুকু জমিতে জৈব পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের শাকসবজি চাষ করছেন। যেমন ধুনিয়া, লাপা, লালশাক, পাটশাক, ঢেরশ, চিচিঙ্গা, ডাটা, পালংশাক, পুঁইশাক, বেগুন, মরিচ, বরবটি, জাঙ্গি আলু, কাকরোল, মিষ্টিআলু, চালকুমড়া, তরাই ইত্যাদি চাষকরেন। এর পাশাপাশি শরিফা বেগম তার বাড়ীটিকে একটি মডেলবাড়ী তৈরী করার জন্য বসতবাড়ীতে বিভিন্ন রকমের ফলজ, বনজ, ঔষধী, গাছের চারা রোপন করেছেন। তিনি নিজেদের বসতবাড়ীর ৫২ শতাংশ জমিতে ছেলের সহায়তায় শাকসবজি চাষ করেছেন। তার স্বামী রিক্সা চালানোর জন্য প্রায় সারাবছর ঢাকায় থাকেন। শরিফা বেগম তার বাড়ীতে কেঁচো সার তৈরী করছেন। সেই সার দিয়েই শাকসবজি চাষ করে তার সংসারের চাহিদা মিটাচ্ছেন। উদ্বৃত্ত শাকসবজি বাজারে বিক্রয় করে ১৩০০ টাকা আয় করছেন এক মৌসুমেই। তিনি বসতবাড়ীতে বিভিন্ন গাছের চারা রোপন করেছেন। যেমন কামরাঙ্গা, ৪ জাতের কলা, কাচ কলা, বিচি কলা, মালভোগ কলা, চিনি চম্পা কলা, জাম, ৫ জাতের আম, অম্রপালি, লেংড়া, হারিভাঙ্গা, ফজলি, মল্লিকা, কাঁঠাল, সুপারী, পান, নারিকেল, লেবু, ৪ জাতের পাতি লেবু, কাগজি লেবু, জামরী লেবু, বাদামী লেবু, পেয়ারা, ৩ জাতের, সৈয়দী পেয়ারা,

দেশী পেয়ারা, কাজি পেয়ারা, ডালিম, লিচু, পেঁপে, জাতনিম, ঘোড়ানিম, তেজপাতা, আমলকি, অর্জুন, হরিতকি, বহেরা, নটকো, জলপাই, সজনা। এসব গাছেও কেঁচো সার ব্যবহার করেছে। শরিফা বেগম বলেন, কেঁচো সারের যে এত গুন এটা আমার আগে জানা ছিলনা। আমার গাছের বর্তমান চেহারা অনেক ভাল। শরিফা বেগম এক মৌসুমে ৮০০ টাকার কেঁচো বিক্রয় করেন। আমার মডেলবাড়ী দেখে গ্রামের অনেক মানুষ মডেলবাড়ী করার কথা ভাবছে।

প্রতিবেদক- নিয়তি রানী রায়, CF (SoS) USS

জৈব পদ্ধতির চাষে PVS প্লটে সফলতা

পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বামনডাঙ্গা গ্রামের বাবুপাড়ার বিনোদিনী রানী রায় (২৮)নারী কৃষক। স্বামী প্রমথ রায় চার মেয়ে ও শাশুড়ীকে নিয়ে সাত জনের সংসার টানাটনির মধ্য দিয়ে কোন রকমে চলে। বিনোদিনী রায় বলেন, আমাদের তিন বিঘা জমির মধ্যে আমি ১ বিঘা জমিতে সারা বছর সবজি চাষ করছি কয়েক বছর ধরেই। তখন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেছি। নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে কিছু বাজারে বিক্রি করেছি কিন্তু খরচের তুলনায় লাভ কম হয়। এসময় গত বছর আমাদের পাড়ায় ইউএসএস সংস্থা থেকে জৈব পদ্ধতিতে চাষের করলে আমিও সদস্য হই। হয়, খাদ্য পুষ্টি, বসতবাড়ীতে তৈরীর কৌশল, বীজ উৎপাদন বিভিন্ন কম্পোষ্ট সার তৈরী উপকারিতা ও জৈব পদ্ধতিতে যায়,কেঁচো সারের উপকারিতা ও জেন্ডার সমতা ইত্যাদি। ফসল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ০২ দিনের আমার মনের জোর জমিতে মরিচ চাষ করি জৈব

জন্য ৩০ সদস্যের দল গঠন দলীয় সভায় আলোচনা করা নিবিড়ভাবে শাকসবজির বাগান সংগ্রহ ও সংরক্ষন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া,বেড পদ্ধতির কীভাবে শাকসবজি চাষ করা প্রস্তুত, ব্যবহার করা সম্পর্কে, সংগ্রহ ও সংগ্রহ পরবর্তি প্রশিক্ষণ আমি নিয়েছি। তখন আরওবেড়েছে। ৩ শতক পদ্ধতিতে। অংশগ্রহনমুলক জাত নির্বাচন (PVS) প্লট বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প হতে ১৮ কেজি কেঁচো সার ও মরিচের উন্নত জাতের চারা সংগ্রহে সহায়তা করে। সেই কেঁচো সার ও গোবর দিয়ে আমি মরিচ চাষ করি। মরিচের ফলন খুব ভাল হয়েছে । কেঁচো সার ব্যবহার করার ফলে মরিচের গাছে ছত্রাক জাতীয় কোন রোগ আসেনি। মরিচের গাছগুলো মরিচসহ সুন্দর ভাবে দাড়িয়ে আছে। মরিচের ফলন দেখে আমরা খুবই খুশি। ২০ টাকা কেজি হিসেবে ১২০ কেজি মরিচ বিক্রি করেছি ২৪০০ টাকায়। আরো ৫০/৬০ কেজি মরিচ হবে। তার মধ্য থেকে আমি পাকা মরিচ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছি। ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ পরবর্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণটি আমার খুবই কাজে লেগেছে। মরিচের বীজ করে সেই বীজ আমাদের দলীয় সদস্যদের মাঝে দেওয়া হবে। আমারা দেখছি বেশি খরচ করে রাসায়নিক সার না কিনে কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরি করা অনেক ভাল। কেঁচো সার দিয়েএত ভাল ফলন হয় তা আমার জানা ছিল না। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে ফসলে রোগবালাইকম হয় এবং জমিও ভাল থাকে। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে একটু পরিশ্রম বেশী হয়। তাই আমার শাশুড়ী বলেন সংসারের যাবতীয় কাজে তিনি বউমাকে সহায়তা করবেন। বর্তমানে বাড়ীতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ রেখেছি। তাছাড়াও আমি আমার বাড়ীকে একটি বীজ মডেল বাড়ী করতে চাই।

প্রতিবেদক

প্রতিমা রায়, CF (SoS),USS

নিজের কেঁচো কম্পোষ্ট দিয়ে অনিতা রানীর শাকসবজি চাষ

পলাশবাড়ী ইউনিয়নে আরাজী ইটাখোলা গ্রামে চাষী অনিতা রানী (২৮) । স্বামী হিরেন রায় (৩৪) । এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার । স্বামী কৃষি কাজ করেন। আর তিনি গৃহের কাজের ফাঁকে ফাঁকে শাক সবজির চাষের কাজে স্বামীকে সহায়তা করেন। তিনি বলেন, সার কীটনাশকের দাম বেশি হওয়ায় চাষে তেমন লাভ হয় না। সেজন্য আমার স্বামীর আবাদের প্রতি অনিহা। গত বছর আমরা ভাবছিলাম নিজের খাওয়ার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু আবাদ করবো। এসময় আমাদের পাড়ায় ইউএসএস থেকে Seeds of Survival Project (SoS) প্রকল্পের জন্য দল গঠনের সভা হয়। এই দলের সদস্যদের শাকসবজি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ হবে জেনে আমিও সদস্য হই।

দলে পর্যায়েক্রমে আলোচনা হয়, জৈবকৃষি, খাদ্য পুষ্টি, শাকসবজি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি, দেশীবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, গোবর সার সংরক্ষণ, কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার, জৈব ভিটামিন ও জৈব কীটনাশক তৈরী ও উপকারীতা, জেন্ডার সমতা। কিভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া শাকসবজি চাষ করা যায় সেই সব বিষয়ে খুব ভাল ভাবে জানতে পেরেছি। পরবর্তীতে

প্রকল্প থেকে আমরা কয়েক জন কেঁচো কম্পোষ্ট করার জন্য ২টি রিং ও ২০০ গ্রাম করে কেঁচো সহায়তা পাই । সেই থেকে আমাদের বাড়ীতে কেঁচো সার উৎপাদন হতে থাকে। মাঝে মাঝে ভার্মি পীটের ক্যানেলের পানি শুকিয়ে গেলে ভার্মি পীটে পিঁপড়া আক্রমন করে ও প্রচন্ড গরমের সময় ভার্মি পীটের ফলে সার উৎপাদন কমে যায়। আমি ব্যবস্থা নিয়েছি। ২টি থেকে ১৫ কেজি কেঁচো সার দিয়ে বরবটি পুঁইশাক, ডাটা, চিচিঙ্গা, শশা চাষ কীটনাশক তৈরী করে আমার বাগানে ব্যবহার করে ভাল ফল বসতবাড়ীর শাক সবজির বাগানের সার দিয়ে ভালভাবে তৈরী করে শাকসবজির যে সুন্দর চেহারা

কেঁচোর খাবার শক্ত হয়ে যায় এব্যাপাওে কর্মীর পরামর্শে রিংয়ের ভার্মি পীটে মাসে ১০ উৎপাদন হয়। সেই সার ঢেরশ,বাদাম,লালশাক, করেছি। আর বাড়ীতে জৈব বসতবাড়ীর শাক সবজির পেয়েছি । আমি প্রথমে জমিতে গোবর ও কেঁচোর নিই। এর ফলে আমার হয়েছে তা আমার ধারনার বাইরে ছিল। আমি ভাবতে পারিনি যে রাসায়নিক সার ছাড়া শুধুমাত্র জৈব পদ্ধতিতে এত ভালভাবে শাকসবজি চাষ করা যায়। এখন বুঝতে পারি যে, জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা আমার শাক সবজির স্বাদ অন্যদের শাক সবজির স্বাদের তুলনায় বেশী। পাড়ার সকলেই অবাক হয়েছে আমাদের চাষ দেখে। তারা মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। বেশি করে শাক সবজি চাষের জন্য আমরা পরিবারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে খরচ কম হয় ও বিষ মুক্ত শাক সবজি খাওয়া যায়।

প্রতিবেদক

ননীগোপাল রায়, CF (SoS),USS

জৈব পদ্ধতিতে রুমা বেগমের ধুনিয়া বীজ উৎপাদন

পলাশবাড়ী ইউনিয়নের চাষী রুমা বেগম (২৭)। স্বামী রমজান আলী (৩৩)। এক ছেলে (১০) ও এক মেয়ে (৬) নিয়ে তার সংসার। তিনি বলেন, কয়েক বছর থেকে ৪৫ শতাংশ জমির মধ্যে বিভিন্ন শাকসবজি যেমন ধুনিয়া, লাপা, লালশাক, পাটশাক, পুইশাক, ঢেরশ, চিচিঙ্গা, ডাটা, পালংশাক প্রভৃতি চাষ করি এবং বাড়ীতে খাওয়ার পাশাপাশি বাজারে বিক্রয় করি। শাকসবজি চাষ করে কোন রকমে আমাদের সংসার চলে। আগে শাকসবজি চাষ আমি করতাম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে। তাতে খরচ বাদে তেমন লাভ থাকে না। বাজার থেকে বীজ কিনে চাষ করে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়। কোন কোন সময় টাকার অভাবে সঠিক সময়ে বীজ বপন করতে পারি না। আবার বাজারের বীজ সব সময় ভাল হয় না। বাধ্য হয়েই চাষ করতে হয়েছে। তখন জৈব পদ্ধতির চাষ সম্পর্কে কিছু জানতাম না। গত বছর **Seeds of Survival Project (SoS)** প্রকল্পের সদস্য হই। সেখানে দলে আমাকে ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব দেয়। আমি দলের সভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে আলোচনায় খাদ্য পুষ্টি, জৈব কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাশক তৈরী ও এর ব্যবহার, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে ভালভাবে জানতে পারি। বেড পদ্ধতিতেচাষ, জৈব কটীনাশক তৈরী, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা ইত্যাদি সভা ও প্রশিক্ষণ করে শিখেছি। এ সব বিষয় নিয়ে আমি স্বামীর সাথে আলোচনা করি। তিনি একমত হলে আমি তিন শতক জমিতে ৫০০ গ্রাম ধুনিয়া বীজ বেড পদ্ধতিতে বপন করি এবং বেডের পাশ দিয়ে গাঁদা ফুলের চারা লাগাই। আমি জেনেছি গাঁদা ফুলের গন্ধে আমাদের শাক সবজির ক্ষতিকর পোকা আসতে পারে না। তিন শতক জমিতে আমি ১৮ কেজি কেঁচো সার প্রয়োগ করি। সই সাথে পরিমাণ মত গোবর সার প্রয়োগ করে বীজ বপন করেছি। ধুনিয়া গজানোর পর যেগুলো ঘন ছিল সেগুলো তুলে খেয়েছি ও বিক্রয় করেছি। আমার পাশাপাশি পাড়ার অনেককেই সেগুলো তুলে দিয়েছি স্বাদ পরিক্ষার জন্য । তারা সবাই বলেছেন এই ধনে পাতা খেতে স্বাদ বেশি। পানি সেচ ছাড়া আর কোন খরচ আমার হয় নাই। আমি শুনেছি অন্যান্য পাড়ায় যারা ধুনিয়া চাষ করেছেন তাদের ধুনিয়ায় বিভিন্ন রোগ আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমার ধুনিয়ায় কোন রোগ আসেনি। ৩ শতক জমিতে ৫০০ গ্রাম বীজ দিয়ে আমি ৭ কেজি বীজ পেয়েছি। আমি প্রথমে এতটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু ধুনিয়া হয়ে যাওয়ার পর আমার ভুল ভেঙ্গে যায়। সেই সাথে পাড়ার সকলের ভুল ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে দলের সকলেই সিদ্ধান্ত নেই যে, এখন থেকে জৈব সার দিয়ে জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করব এবং পরিবেশের সাথে নিজেকেও রোগ মুক্ত রাখব।

প্রতিবেদক

ননী গোপাল রায়, CF (SoS),USS

বেগুন চাষে জৈব কীটনাশক ব্যবহারে মিনতী রানীর সফলতা

লক্ষীচাপ ইউনিয়নের ডাঙ্গা পাড়ার চাষী মিনতী রানী। মিনতির স্বামী শাকসবজির ব্যবসায়ী। তাদের ১ ছেলে ও ১ মেয়ে লেখাপড়া করে। নিজস্ব ২০ শতক আবাদী জমি আছে এবং ১ বিঘা জমি বর্গা আবাদ করেন। তারা ২০ শতক জমিতে বেগুন, আদাসহ নানা রকমের শাকসবজি চাষ করেন। সেগুলো বাজারে বিক্রয় করে সংসার চলে। একদিন মিনতী জানতে পারে ইউএসএস জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষের জন্য পাড়ায় দল গঠন করছে। তখন সে ডাঙ্গাপাড়া যুবাদলের সদস্য হয়। মিনতী সভা ও প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ধারনা পায়। সংস্থা থেকে জৈব বালাই নাশক তৈরীর জন্য ২ টি ড্রাম সহায়তা পায়। সে বেগুন চাষ করে ১৫ শতক জমিতে। বেগুন এক সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত হয়। গাছ হালুদ হয়ে পড়ে। সে প্রকল্পের কর্মীদের পরামর্শে জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে ভাল ফল পায়। বেগুনের ফলন দ্বিগুণ হয়েছে। মিনতীর স্বামী জৈব কীটনাষক ধান ক্ষেতে প্রয়োগ করেছেন। সেখানেও ভাল ফল পেয়েছেন। অন্যান্য চাষীরা এই সাফল্য দেখে আগ্রহী হয়েছেন। তারা জৈব কীটনাশক তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করার পরিকল্পনা করছেন।

প্রতিবেদক
আছিয়া বেগম, CF (SoS), USS

মিনতি রানীর কেঁচো সার তৈরীর নতুন কৌশল

লক্ষীচাপ ইউনিয়নের কাছারী পাড়ার চাষী মিনতি রানী রায় (২৯) স্বামী অমল রায় (৪৩) তাদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে ও শ্বাশুরীকে নিয়ে ছয় জনের সংসার। মিনতি রানী একজন গৃহিনি আর অমল রায় কৃষি শ্রমিক। অন্যের বাড়ীতে কাজ করে কষ্টে দিন কাটে তাদের। এমতাবস্থায় গত বছর ইউএসএস এর ভার্মি পল্লি ও দলের সদস্য হন এবং প্রকল্প হতে কেঁচো কম্পোষ্ট করতে পীট স্থাপনের জন্য সহায়তা পান। সেই থেকে তিনি কেঁচো সার উৎপাদন করে আসছেন।

তিনি বলেন, দলে সভা ও প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে খাদ্য পুষ্টি, জৈব কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন, জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাষক তৈরী ও এর ব্যবহার, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে ভালভাবে জানতে পারি। পরীক্ষা করার জন্য নিজের বসতভিটায় শুধুমাত্র কেঁচো সার ব্যবহার করে শাক সবজি চাষ করি। শাক সবজির ফলন খুবই ভাল হয়। তখন স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ভার্মি পীট বাড়ানোর জন্য একটা নতুন বুদ্ধি করি। বাঁশ দিয়ে রিং তৈরী করে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করি। তাতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। তার এই নতুন পদ্ধতি গ্রামের অনেকেই জানতে পেরেছে। এখন গ্রামের অন্য ৩ জন চাষীবাঁশ দিয়ে পীট তৈরী করে কেঁচো কম্পোষ্ট উৎপাদন করছেন। তিনি নিজের শাকসবজিতে ব্যবহারের পাশাপাশি অন্য চাষীদের নিকট বিক্রয় করছেন। শুধু ২ মাসে তিনি ৩১০০ টাকার কেঁচো সার বিক্রয় করেছেন। মিনতি রানী মনে করেন বেশি করে কেঁচো সার তৈরী করতে পারলে আর আমাদের পরিবারে অভাব থাকবেনা।

প্রতিবেদক
নিয়তি রানী রায়, CF (SoS), USS

শাক সবজি বীজের রানী সাবিত্রী

লক্ষীচাপ ইউনিয়নের কাছারী পাড়ায় বাস করেন সাবিত্রী রায় (৩২) স্বামী রঞ্জন রায় (৪৮)। তাদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে ছয় জন সদস্যের পরিবার। সাবিত্রী রায় একজন গৃহিনি আর রঞ্জন রায় কৃষক। ৩০ শতাংশ জমিতে কেঁচো সার দিয়ে তারা সারা বছর শাক সবজি চাষ করে নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তিটুকু বাজরে বিক্রয় করেন। শাক সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলে না তাই রঞ্জন রায় মাঝে মাঝে অন্যের বাড়ীতে কাজ করেন এভাবে চলে সাবিত্রী রায়ের সংসার। সাবিত্রী রায় ইউএসএস এর আলো প্রকল্পের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন নানা সমস্যার মধ্যেও প্রতি মাসের দলীয় সভায় ঠিকমত উপস্থিত থাকতেন। পরবর্তীতে ইউএসএস এর নতুন প্রকল্প এসওএস এর দলের সদস্য হন। দলীয় সভায় প্রতিমাসে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল জৈবকৃষি, কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও এর ব্যবহার, বিভিন্ন কম্পোষ্ট সার তৈরী ও এর ব্যবহার, খাদ্য, পুষ্টি,জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাশক তৈরী ও এর ব্যবহার, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা। প্রকল্পের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে তার বসতবাড়ীর বাগানের প্রতিটি শাক সবজির জন্য আলাদা বীজ প্লট তৈরী করেন এবং বীজের গুণগতমান বজায় রেখে বীজ সংগ্রহ করেন। শেষে বীজ বাছাই করে বীজের অদ্রতা পরিক্ষা করেন তারপর রঙ্গীন বৈয়াম বা বোতলে বীজ সংরক্ষণ করেন।

সাবিত্রী রায় কমিউনিটি বীজ ব্যাংক ও অন্য কমিউনিটি, আত্মীয় স্বজন ও বীজ ব্যাংক মডেলবাড়ী ও প্রকল্পের সদস্যদের কাছ থেকে থেকে বিভিন্ন জাত প্রজাতের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তার বাড়ীটিকে একটি বীজ ব্যাংক মডেল বাড়ী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তার বাড়ীর বীজ ব্যাংকে এখন ৪১ প্রজাতের শাকসবজির বীজ সংরক্ষিত আছে যার জাত সংখ্যা ৪৯। সেগুলো হলো লাফা শাক, বাবরী শাক, ধনিয়া, লাল শাক, কলমি শাক, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা, ডাটা, ধুন্দল, সাতপুতি, পাট শাক, পুঁই শাক, ঢেড়শ, বরবটি, মটরশুটি, বাংলা কলাই, অড়হড়, সলুক, চন্দনী, মৌরি, মরিচ, কাঠালী আলু, বাটি শাক, বড় আলু, মাছ আলু, গুল, সীম, শশা, বেগুন, বথুয়া, তিল, চিচিঙ্গা, পেঁপে, কেশুর, মারাশাক, জাঙ্গি আলু, কাউন, ক্ষিরা ইত্যাদি। প্রতি বছর ৩ থেকে ৪ হাজার টাকার শাক সবজির বীজ বিক্রয় করেন তিনি। সাবিত্রী রায় নিজের উদ্যোগে বাড়ীর উঠানে কেঁচো কম্পোষ্ট পীট স্থাপন করেছেন। নিজে কেঁচো সার তৈরী করে শাক সবজি চাষ করছেন এবং অতিরিক্ত সার বিক্রয় করে আয় করছেন। এখন আর বাজারের রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের জন্য টাকা খরচ করতে হয় তার। তিনি মনে করেন গ্রামের সবাই যদি আমার মত জৈব পদ্ধতিতে চাষ, বীজ ব্যাংক মডেলবাড়ী তৈরী করেন তাহলে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে খুব ক্ষতি হবে না। মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে আর আমাদের বীষযুক্ত শাক সবজি খেতে হবে না। তাহলে আমাদের শরীর ভাল থাকবে আর শরীর ভাল থাকলে আমরা আমাদের উন্নতি করতে পারব।

প্রতিবেদক- নিয়তি রানী রায়, CF (SoS) USS

জৈব বীজ উৎপাদনের নতুন স্বপ্ন

স্বপ্না রানী (২৩) লক্ষীচাপ ইউনিয়নের নেন্দেসু পাড়ার কৃষক। ৪ বছরের এক ছেলে স্বামী রতন রায়কে নিয়ে মোট ৩ জনের সংসার। সারা বছরের খাবার ও সংসার চালানো স্বপ্নার স্বামীর পক্ষে কষ্টকর। তার উপর আবার স্বপ্না রানী আরও পড়াশুনা করতে আগ্রহী। স্বপ্না জানান লেখাপাড়ার বিকল্প নাই। তাই তিনি বিয়ের পর আবার রামগঞ্জ বি.এম কলেজে ভর্তি হন। তিনি এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিচ্ছেন। তার ইচ্ছে সংসারটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। স্বপ্না রানী নিজের লেখাপাড়ার পাশাপাশি সংসারের কাজ করার পর সে সময়টুকু পায় তা বাড়ীর সামনে ও পিছনের পতিত জমিতে স্থানীয় জাতের শাক সবজি চাষ করেন। কিন্তু বীজ বাজার থেকে কিনে এনে শাকসবজি চাষ করতে হয়। এতে সব সময় বীজের ফলাফল ভালো হত না। মে ২০১৫ সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নে ইউএসসি- কানাডার সহযোগিতায় ইউএসএস seeds of survival (SoS) প্রকল্পের কাজ শুরু করে। তখন স্বপ্না রানী নেন্দেসু পাড়ায় যুবা দলের সদস্য হন। দলীয় সভায় উপস্থিত থেকে শাকসবজি চাষ, প্রাকৃতিক উপায়ে পোকামাকড় দমন, বীজ সংগ্রহ,

উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কেঁচো সারের গুনাগুন সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর স্বপ্না রানী প্রকল্প থেকে বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তিনি নিজ বাড়ীতে বেড করে শাকসবজি চাষ করেন। এসময়ে প্রকল্প থেকে পালংশাক জমিতে Demenartred local বাস্তাবায়নে স্বপ্না রানীকে সহায়তা পালং শাক চাষ করেন। সেখান করেন এবং বাকি ফসল হতে ২০ ২২০০ টাকায় বিক্রয় করে স্বপ্না বাড়ান। তিনি নিজের বীজ করতেপেরে খুবই খুশি। তার বীজ নিজেরাই করব। এগুলো ভাল হত। স্বপ্না রানী বলেন যে, কিনব না। নিজেরাই শাকসবজির সংরক্ষণ করব। আর বীজ প্যাকেট জাত করে বাজারে বিক্রয় করব। স্বপ্না রানী বলেন প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে কৃষি কাজে এগিয়ে যাওয়ার সন্ধান পেয়েছি।

এর বীজ করার জন্য ২ শতক variety seed plot করা হয়। তিনি কেঁচো সার দিয়ে থেকে ৫০০ টাকার শাক বিক্রি কেজি বীজ করেন। সেই বীজ রানী তার সংসারের আয় নিজের ঘরেই রেখে আয় স্বামী বলেন, আমরা সব ধরনের বিক্রিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে এখন থেকে আর বাজারের বীজ বীজ করব এবং নিজের ঘরেই

প্রতিবেদক- আছিয়া বেগম, CF (SoS) USS

জৈব পদ্ধতিতে টমেটো চাষে সাফল্য

২০ বছর বয়সের এক কিশোর পিযুষ সরকার। মায়ের নাম জয়ন্তী রানী (৩৮) ও বাবা পরেশ সরকার (৪৫)। লক্ষীচাপ ইউনিয়নের দুবাছুরী সরকার পাড়ায় বাস। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার বড় পিযুষ সরকার টানাটানির সংসার হওয়ায় কলেজে পড়া-লেখার পাশাপাশি কৃষি কাজ করে আয় ৩০ শতক জমিতে শাক-সবজি বড় একটি অংশ যোগান দেন। বাইরে কিছু সময় মজুরী করেন। থাকায় সারা বছর শাকসবজি সার ও কটীনাশক ব্যবহার করতে seeds of survival প্রকল্পের দলের সদস্য হন পিযুষ। দলের পদ্ধতিতে চাষ করার অনেক আগ্রহ ও সক্রিয়তা দেখে প্রকল্প নির্বাচন (PVS) প্লটকরার

করেন। বসত ভিটার সাথে থাকা কলা চাষ করে সংসার খরচের বাকী ঘাটতি পূরনে এলাকার চাষাবাদে তেমন পরিকল্পনা না পেতেন না। তাছাড়া রাসায়নিক খরচবেশি পড়ত। গত বছর দল গঠনের সময় সরকার পাড়া সভায় অংশগ্রহণ করে জৈব বিষয় জানতে পারেন। তার থেকে অংশগ্রহনমুলক জাত জন্যসহায়তাদেয়া হয়। তিনি ৩ শতক জমিতে কেঁচো সার দিয়ে রতন জাতের টমেটো চাষ করেন। তিনি পোকা দমনের জন্য নিজেই বাড়ীতে জৈবকীটনাশক তৈরী করে টমেটোক্ষেতে ব্যবহার করেন। অন্য বছরের তুলনায় এবার তার ফলন হয়েছে দ্বিগুণ। তিনি ৩০০০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রয় করেন। যে জাতের টমেটো ফসলটি অধিক ভাল হয়েছে সেই জাতটির বীজ করে সংরক্ষণ করেছেন। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার ব্যাপারে পিযুষ এখন আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেন পরবর্তী বছর এই বীজ দিয়েএক বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করবেন। পরিকল্পনামত শাকসবজি চাষ করে তার সংসারের উন্নতি হচ্ছে।

প্রতিবেদক- আছিয়া বেগম, CF (SoS) USS

লাউ চাষে সংসার সচল

উষা রানী (২৮) লক্ষীচাপ ইউনিয়নের উত্তর ডাঙ্গা পাড়ার কৃষক। ২টি ছেলে ১টি মেয়ে ও স্বামী পরিমল রায়কে নিয়ে সংসার। স্বামী দিন মজুর। কষ্টের মধ্যে সংসার চলে। বসতবাড়ি ছাড়া তাদের আর কোন আবাদী জমি নাই।

এমতাবস্থায় Seeds of Survival Project (SoS) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি দলের সদস্য হন। দলীয় সভার আলোচনা থেকে খাদ্য পুষ্টি, জৈব কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন, জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাশক তৈরী ও এর ব্যবহার,

বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হন। তখন তিনি বসত ভিটায় চাষাবাদের কথা চিন্তা করেন। তিনি বলেন, আমারঘরের পাশে মাদা করে লাউ গাছ লাগাই এবং এতে জৈব সার ব্যবহার করি। লাউ গাছ বড় হলে আমি একটি বড় জাংলা দেই। লাউ গাছে অনেক ফলন হয় যা আমার ধারনায় ছিল না। আমি ৩০০ টাকার লাউ বিক্রি করেছি এবং ৪০ টি লাউ রেখে দিয়েছি বীজের জন্য। কারণ বীজের চাহিদা অনেক বেশি থাকে এবং দামও বেশী হয়। তাই আমি বীজ বিক্রয় করে আরও বেশী আয় করব বলে মনে করি। পাশাপাশি শাক-সবজির চাষ করেছি। তাতে নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও বিক্রয় করে কিছু অর্থ আয় করেছি। আগামীতে শাকসবজির চাষ আরও বাড়াব বলে আশা করছি।

প্রতিবেদক- রঞ্জিতা রানী রায়, CF (SoS) USS

জৈব পদ্ধতিতে বেগুন চাষে সাফল্য

মালতি রানী রায় (২৩) গৃহিনী। যে জমি আছে তাতে স্বামী গৌতম রায় শাক-সবজি চাষ করেন। কিন্তু তেমন লাভ হয় না। এনিয়ে কথা বলতে যেয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সব সময় ঝগড়া লেগেই থাকত। গত বছর মালতি রানী রায় উদয়াচল সেবা সংস্থার Seeds of Survival Project (SoS)প্রকল্পের দলের সদস্য হন। দলীয় সভায় আলোচনা হয় জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ, বেড পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ, বিভিন্ন কম্পোষ্ট তৈরী, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। তিনি বলেন "শুধুমাত্র জৈব পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ করা যায় তখন আমি এটি বিশ্বাস করতে পারিনি"। মালতি রানী রায় আলোচনায় শিক্ষণীয় বিষয় গুলো পরিক্ষা করার জন্য ৩ শতক জমিতে জৈব পদ্ধতিতে ঢোপা বেগুন চাষ করেন। বেগুন গাছ খুব সুন্দর হয়েছে এবং ফলনও ভালো হয়েছে। মালতি রায় বাড়ি থেকেই প্রতি কেজি বেগুন ১৫ টাকা হিসেবে ২০ কেজি বেগুন বিক্রয় করছেন ৩০০ টাকার। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য বাজারের অন্যান্য বেগুনের তুলনায় দাম বেশি পেয়েছেন। বাড়ির আশে পাশে যারা এই বেগুন খেয়েছে তারা বলেছেন এই বেগুনের স্বাদ বেশি ভাল। তিনি পরবর্তীতে বেশি পরিমানে শাক সবজি জৈব পদ্ধতিতে চাষ করবেন বলে মত প্রকাশ করেন। মালতি রানী এখন তার স্বামীকে কৃষি কাজে সহায়তা করে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, এভাবে চাষ চালিয়ে যেতে পরলে আমার সংসারে আর কোন অভাব থাকবে না। এখন স্বামী স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে সংসারের সব কাজ করছি। আমরা অনেক উন্নতি করার আশা করছি।

প্রতিবেদক- রনজিতা রানী রায়, CF (SoS) USS

জৈব পদ্ধতিতে চিচিঙ্গা চাষে সাফল্য

লক্ষীচাপ গ্রামের গীতা রানী রায় বয়স ২৮ বছর। স্বামী হরি গোপাল রায় দিন মজুর। দুই মেয়েসহ চার জনের সংসার। বড় মেয়ে ৭ম শ্রেণীতে ও ছোট মেয়ে শিশু শ্রেণীতে পড়ে। গীতা রানী গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি স্বামীর সাথে কৃষি কাজ করেন এবং সময় পেলে অন্যের বাড়িতেও মজুরী করেন। মাত্র ২০ শতাংশ আবাদী জমির চাষ ও মজুরীতে পাওয়া আয় থেকে টানাটানির মধ্যেই সংসার চলে। গীতা রানী সংসারে বিকল্প আয়ের চিন্তা করেও তেমন পথবের করতে পারছিলেন না। এসময় গত বছর ইউএসএস এর Seeds of Survival Project (SoS) প্রকল্পের দলের সদস্য হয়ে সংসারে নতুন আয়ের পথ খুলে যায়। দলের সভায় জৈব পদ্ধতিতে বসত ভিটার শাকসবজি চাষ, বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষনসহ বিভিন্ন বিষয়ে শোনা আলোচনা কাজে লাগান। এসব বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বসত ভিটায় জৈব পদ্ধতিতে চিচিঙ্গা চষে উদ্যোগ নেন। চিচিঙ্গার গাছ যেমন ভাল হয়েছেতেমনি ফলন ও ভাল হয়েছে। গাছে বা ফলে রোগ বালাইও ধরেনি। এখান থেকে পরিবারের খাবার চাহিদা মেটানোর পরও ২৫০ টাকার চিচিঙ্গা বিক্রয় করেছেন। প্রতিবেশিদের মধ্যে কিছু বিলিয়েছন। গাছে আরও প্রচুর চিচিঙ্গা আছে। সেখানথেকে আরও কিছু অর্থ আয় করা যাবে। গীতা রানী বলেন, আমি আগেও চিচিঙ্গা চাষ করেছিলাম তবে এতো বেশী ফলন হয়নি। তিনি বলছেন প্রশিক্ষনটি আমার জীবনে কাজে লেগেছে। এবার অন্যান্য শাকসবজিও আবাদ করবো। আমি আশাবাদী যে ভবিষ্যতে আরো বেশি লাভবান হবো।

প্রতিবেদক- রঞ্জিতা রানী রায়, CF (SoS) USS

কেঁচো সার ব্যবহারে পটল চাষে সাফল্য

লক্ষীচাপ ইউনিয়নের শিশাতলী পাড়ার কল্পনা রানী রায় (২৫) স্বামী কেশব রায় (২৮)। নিজেদের ৬০ শতাংশ জমিতে দুজন মিলে শাকসবজি চাষ করার পাশাপাশি দিন মজুরী করা লাগে সংসার চালাতে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেই আবাদ করেন। সার ও কীটনাশকের বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন লাভ হচ্ছে কম। অনেক পরিশ্রম করেও ভাল ফল হচ্ছে না। এসময় ইউএসএস পরিচালিত প্রকল্পের সদস্য হয়েকেঁচো সার তৈরীর উপর প্রশিক্ষন ও উপকরণ সহায়তা পান। শুরু করেনকেঁচো সার উৎপাদন। শুরুতে কিছু সমস্যা হলেও নিজের প্রয়োজনে কেঁচো সার তৈরী করে নিজের চাষাবাদে ব্যবহার করেন ও অতিরিক্ত সার বিক্রয় করেন। কল্পনা রানী ইউএসএস এর এসওএস প্রকল্পের সদস্য হয়ে নিয়মিত দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। জৈবকৃষি, খাদ্য পুষ্টি, শাকসবজি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি, বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষন পদ্ধতি, গোবর সার সংরক্ষন, কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার, জৈব ভিটামিন ও জৈব কীটনাশক তৈরী ও উপকারীতা, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুনে আরও সচেতন হন। কল্পনা রানী এখন তার সবটুকু জমিতে জৈব পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের শাকসবজি চাষ করেন, যেমন, ধুনিয়া, লাপা, লালশাক, পাটশাক, পুইশাক, ঢেরশ, চিচিঙ্গা, ডাটা, পালংশাক ইত্যাদি। এবার কল্পনা রানী ৩০ শতাংশ জমিতে কেঁচো সার ব্যবহার করে পটল চাষ করেন। কেশব রায় বলেন কেঁচো সারের অনেক গুন । কেঁচো সারে শাক সবজি চাষ করে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা হচ্ছে কেঁচো সার ব্যবহার করলে মাটির ভিতর যে খারাপ জিবানু থাকে বা ক্ষতিকর পোকা মাকড় থাকে সেটা নষ্ট হয় আর ফসলের বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় রোগের আক্রমন কম হয়। আর আমাদে বাজারের সার কিনতে হয় না একারনে আর্থিয়ক সাশ্রয় হয়।

প্রতিবেদক- নিয়তি রানী রায়, CF (SoS) USS

শাকসবজি, ডাল জাতীয়, মসলা জাতীয়, ফলমুল, ফসল ইত্যাদির কিছু প্রয়োজনীয় বাংলা ও ইংরেজী নাম

শাকসবজি		মসলা জাতীয় ফসল	
English Name	**Bangle Name**	**Ginger**	**আদা**
Lapa	লাপাশাক	Black cumin	কালোজিরা
Red amaranth	লালশাক	Turmeric	হলুদ
Cucumber	কশা	Coriander	ধনে
Bottle Gourd	লাউ	Cumin seed	জিরা
Sweet gourd	মিষ্টিকুমড়া	Aniseed	মৌরি
Wax Gourd	চালকুমড়া	Clove	লবঙ্গ
Indian spinach	পুঁইশাক	Cardamom	এলাচ
Papaya	পেঁপে	Cinnamon	দারুচিনি
Bean	ডসম	Cassia leaf	তেজপাতা
Long yard bean	বরবটি	Betel-leaf	পান
Spinach	পালংশাক	Betel nut	সুপারী
Mara shak	মারাশাক	Black pepper	গোলমরিচ
Bitter gourd	করলা	Linseed	তিশি
Brinjal	বেগুন	Nutmeg	জায়ফল
Snake gourd	চিচিংগা	Mace	জৈত্রী

শাকসবজি		মসলা জাতীয় ফসল	
Ribbed gourd	ঝিঙ্গা	Saffron	জাফরান
Tomato	টমেটো	Fenugreek seed	মেথি
Stem amaranth	ডাটা	Garlic	রশুন
Goose Foot	বথুয়া	Onion	পিঁয়াজ
Baburi	বাবুরীশাক	Green Chilli	কাঁচামরিচ
Water spinach	কলমি	ফলমুল	
Sponse gourd	ঘ্যারা	**English Name**	**Bangle Name**
Musk Mellon	বাঙ্গী	Mango	আম
Green Chilli	কাঁচামরিচ	Apple	আপেল
Carrot	গাজর	Pineapple	আনারস
Turnip	শালগম	Hog- plum	আমড়া
Potato	আলু	Grape	আঙ্গুর
Arum	কচু	Banana	কলা
Ladied finger	ঢেরশ	Black berry	কালো জাম
Parble	পটল	Orange	কমলা লেবু
Raddish	মূলা	Raisin	কিসমিস
Cucarbitaceous	কাঁকরোল	Plum	কুল
Cabbage	বাঁধাকপি	Date	খেঁজুর
long yeard bin	বরবটি	Rose berry	গোলাপজাম
Cauliflower	ফুলকপি	Olive	জলপাই
Ghekin	ক্ষিরা	Green coconut	ডাব
ফসল		Plam	তাল
Millet	জোয়ার	Tamarind	তেঁতুল
Maize	ভূট্টা	Water melon	তরমুজ
Paddy	ধান	Pear	নাশপতি
Wheat	গম	Coconut	নারিকেল
Jute	পাট	Papaw	পেঁপে
Cawn	কাউন	Guava	পেয়ারা
Nut	বাদাম	Wood apple	বেল
Ground Nut	চীনাবাদাম	Lemon	লেবু
Tobacco	তামাক	Lichi	লিচু
ডাল জাতীয় ফসল		Star apple	জামরুল
Pea	মটর	Pomegranate	ডালিম
Gram	ছোলা	Ground nut	চিনাবাদাম
Enamel	কলাই	Custard apple	আতা
Green pea	মটরশুটি	Jackfruit	কাঁঠাল
Mustard	সরিষা	Acid fruit	চালতা
Sesame	তিল	Safeta	সফেদা
Green Manure	ধইঞ্চা	Lotkan	লটকান

পরিবেশ ও বীজ মেলায় মডেল বাড়ী প্রদর্শন।

শাক সবজির পুট পরিদর্শন।

বসতবাড়ীতে জৈব শাক সবজির প্রদর্শনী।

বসতবাড়ীতে মিশ্র শাক সবজির প্রদর্শনী।

বাণিজ্যিক ভাবে জৈব শাক সবজির চাষ।

বসতবাড়ীতে বীজ পুট প্রদর্শনী।

বসতবাড়ীতে বীজ পুট প্রদর্শনী।

বাণিজ্যিক ভাবে বীজ পুট প্রদর্শনী।

জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ প্রদর্শনী।

পিভিএস পুট প্রদর্শনী।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের র‍্যালী।

বীজ সংগ্রহ করছেন যুবানারী।

ফসল পরিচর্যা করছেন স্বামী-স্ত্রী।

কমিউনিটি বীজ ব্যাংক সভা

বসতবাড়ীতে কেঁচো কম্পোষ্ট প্রদর্শনী।

আদর্শ বাড়ী।

সুস্থ্য যদি থাকতে চান, বিষমুক্ত শাক-সবজি খান।
মা গুণে বেটি যেমন, বীজ গুণে ফসল তেমন।

জার্ম প্লাজম কনজারভেশন প্রদর্শনী প্লট।

বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।

পিভিএস প্লট নির্বাচনী মতবিনিময় সভা।

বসতবাড়ীতে কেঁচো কম্পোষ্ট প্রদর্শনী।

কমিউনিটি বীজ ব্যাংক নেটওয়ার্ক গঠন সভা।

এআরসি পরিদর্শনে ইউএসসি কানাডা প্রতিনিধি।

বীজ ব্যাংক মডেল বাড়ী পরিদর্শনে ইউএসসি কানাডা প্রতিনিধি।

কেঁচো কম্পোষ্ট পরিদর্শন করছেন কানাডা সাংবাদিক।

Project Name : Seeds of survavial (SoS) USS, Nilphamari
E-mail: uss.nilphamari@gmail.com www. ussnilphamari.bd.org